গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠান অনুদান মঞ্জুরী নীতিমালা-২০২৫

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠান অনুদান মঞ্জুরী নীতিমালা-২০২৫

১। এ নীতিমালা 'সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠান অনুদান মঞ্জুরী নীতিমালা-২০২৫' নামে অভিহিত হবে।

২। উদ্দেশ্যঃ

২.১ সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ (Participation) নিশ্চিত করা;

২.২ সংস্কৃতি চর্চার সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা;

২.৩ দেশব্যাপী সৃজনশীল সংস্কৃতি চর্চার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও এর ধারাকে গতিশীল করা;

২.৪ সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ের উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করা;

২.৫ সরকারি সহায়তায় সুরক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দেশে পেশাদার ও নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতি চর্চার ভিত্তি গড়ে তোলা;

২.৬ সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্র ও পরিবেশ গড়ে তোলা;

২.৭ সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমের উপযুক্ত শিক্ষক, শিল্পী ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা;

২.৮ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী ও নৃ-গোষ্ঠী/জাতি বৈচিত্র্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তোলা।

৩। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঢাকা মহানগর কমিটি/জেলা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট কমিটির সহায়তায় এবং প্রয়োজনে সরাসরি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠান অনুদান মঞ্জুরী বাস্তবায়ন করবে।

৪। জাতীয় কমিটিঃ

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠান অনুদান মঞ্জুরী কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতি নির্ধারণ, দিক নির্দেশনা ও অনুমোদনের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কমিটি থাকবে। জাতীয় কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠিত হবেঃ

১.	উপদেষ্টা/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	উপদেষ্টা
২.	সিনিয়র সচিব/সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সভাপতি
৩.	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সহ-সভাপতি
৪.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	সদস্য
৭.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা	সদস্য
৮.	চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব (সংগীত-০১ জন, নৃত্য-০১ জন, কবি/সাহিত্যিক-০১ জন, চিত্রশিল্পী-০১ জন, ফটোগ্রাফার-০১ জন, নাটক-০১ জন, চলচ্চিত্র-০১ জন, নিউমিডিয়া-০১ জন)	সদস্য
১০.	সংশ্লিষ্ট উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি: চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ এবং কল্যাণ অনুদান খাতের বরাদ্দ অর্থ থেকে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদান প্রদানের নীতি নির্ধারণ, দিক নির্দেশনা ও অনুমোদন জ্ঞাপন করবে।

৫। ঢাকা মহানগর কমিটিঃ

ঢাকা মহানগর এলাকার সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠানের আবেদনপত্র বাছাইয়ের লক্ষ্যে একটি পৃথক কমিটি থাকবে যা ঢাকা মহানগর কমিটি নামে অভিহিত হবে। ঢাকা মহানগর কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠিত হবেঃ

১.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা-এর প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা-এর প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন এর প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	উপসচিব (সংশ্লিষ্ট শাখা), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব (সংগীত-০১ জন, নৃত্য-০১ জন, কবি/সাহিত্যিক-০১ জন, চিত্রশিল্পী-০১ জন, ফটোগ্রাফার-০১ জন, নাটক-০১ জন, চলচ্চিত্র-০১ জন, নিউমিডিয়া-০১ জন)	সদস্য
৮.	সচিব, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি: ঢাকা মহানগর এলাকার সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠানের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করে সুপারিশকৃত আবেদনপত্রসমূহের তালিকা সিনিয়র সচিব/সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করবে।

৬। জেলা কমিটিঃ

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠানের আবেদনপত্র বাছাইয়ের জন্য প্রতিটি জেলায় একটি করে জেলা কমিটি থাকবে। জেলা কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠিত হবেঃ

১.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২.	জেলার সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ-০১(এক) জন (সংগীতকলেজ প্রাধান্য পাবে) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
৩.	জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সদস্য
৪.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব (সংগীত-০১ জন, নৃত্য-০১ জন, কবি/সাহিত্যিক-০১ জন, চিত্রশিল্পী-০১ জন, ফটোগ্রাফার-০১ জন, নাটক-০১ জন, চলচ্চিত্র-০১ জন, নিউমিডিয়া-০১ জন)	সদস্য
৫.	জেলা কালচারাল অফিসার, সংশ্লিষ্ট শিল্পকলা একাডেমি	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি: জেলার সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠানের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করে সুপারিশকৃত আবেদনপত্রসমূহের তালিকা সিনিয়র সচিব/সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করবে।

৭। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতাঃ

৭.১। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের যোগ্যতা:

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;

(খ) আর্থিকভাবে অসচ্ছল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হতে হবে;

(গ) উপার্জনে অক্ষম, অসুস্থ, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এবং দুর্ঘটনায় আহত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন;

(ঘ) কবি, সাহিত্যিক, সংগঠক ও শিল্পের সকল মাধ্যমের শিল্পীবৃন্দ/নির্মাতা/পরিচালক/প্রযোজক/গবেষক (সংগীত, নৃত্য, নাটক, যাত্রাপালা, পুতুলনাচ, লোকশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী, চলচ্চিত্র, চারুকলা, আবৃত্তি, সার্কাস, ফটোগ্রাফী, ভিডিও কনটেন্ট, ভিডিও গেম, কার্টুন/এ্যানিমেশন, এ্যাক্রোবেটিক শো ইত্যাদি)-এর আওতাভুক্ত হবে;

(ঙ) সংস্কৃতির যে কোনো ক্ষেত্রে মেধার বিকাশ, উৎকর্ষ সাধন এবং মৌলিক/বিশেষ উদ্যোগ ও অবদান রেখেছেন এমন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব;

(চ) উপর্যুক্ত কার্যাবলি সম্পাদনকারী ব্যক্তিত্ব জাতীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হলেই অনুদান লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে; এবং

(ছ) সরকার কর্তৃক বিবেচিত উপযুক্ত যে কোনো সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

৭.২। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা:

(ক) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই দেশের সুস্থ ও সৃজনশীল সংস্কৃতি চর্চার সহায়ক হতে হবে;

(খ) দেশে নিয়মিতভাবে সংগীত, নৃত্য, নাটক, চারুকলা ও সংস্কৃতির যে কোনো শাখায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে এমন প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী ও নৃ-গোষ্ঠী/জাতিবৈচিত্র্য অনুদান পাওয়ার যোগ্য হবে;

(গ) যাত্রাদল, সার্কাসদল, যাদু প্রতিষ্ঠান, পালাগান, আলোকচিত্র, পুতুলনাচ, আবৃত্তি, গম্ভীরা, আলকাপ, জারীগান, কবিগান, পটগান ইত্যাদি দল/গোষ্ঠীসহ লোক সংস্কৃতির অন্যান্য মাধ্যমের প্রতিষ্ঠানমূহ এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

(ঘ) প্রযুক্তির সহায়তায় নির্মিত ভিডিও গেম, এ্যাক্রোবেটিক শো ইত্যাদিসহ আধুনিক ও যুগোপযোগী যে কোনো বিনোদন, শিক্ষামূলক ও সৃজনশীল সাংস্কৃতিক চর্চা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগোষ্ঠীর উৎসব, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং ঐক্য বিনির্মাণ, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রতিফলন ও দেশীয় সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সার্বিক উন্নয়নে তথ্যচিত্র, ভিডিও কনটেন্ট ইত্যাদি নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান;

(চ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিবেচনায় সংস্কৃতির যে কোনো শাখায় দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ, প্রচার, প্রসার, গবেষণা, উৎসর্ষ সাধন এবং মৌলিক বিশেষ উদ্যোগ ও অবদান রাখছে এমন প্রতিষ্ঠান;

(ছ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন একাডেমি/দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের যে কোনো কার্যক্রমের সম্পূরক ও সহায়ক কাজ সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠান;

(জ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংস্কৃতি সম্পর্কিত অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে বা রাখছে এমন প্রতিষ্ঠান;

(ঝ) উপর্যুক্ত কার্যাবলি সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠান জাতীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হলেই অনুদান লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে;

(ঞ) সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের গ্রুপ/সংস্থার সদস্য হলে বিশেষ যোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে;

(ট) প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র এবং কার্যকরী কমিটি থাকতে হবে;

(ঠ) প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে;

(ড) প্রতিষ্ঠানের নামে TIN বা BIN থাকতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৮। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠানের অনুদান প্রাপ্তির অযোগ্যতাঃ

(ক) নিয়মিত সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সাথে জড়িত নেই এমন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠান;

(খ) সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দলের অংগসংগঠন, সমিতি বা ক্লাব;

(গ) বাণিজ্যিকভিত্তিতে পরিচালিত সংগঠন ও সংস্থা;

(ঘ) গঠনতন্ত্র এবং কার্যকরী কমিটি নেই এমন প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী ও নৃ-গোষ্ঠী /জাতিবৈচিত্র্য;

(ঙ) নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট নেই এমন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠান।

৯। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠান বাছাই পদ্ধতিঃ

(ক) মন্ত্রণালয় গণমাধ্যম ও নিজস্ব ওয়েবসাইটে অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা করবে;

(খ) আগ্রহী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত ফরমে ঢাকা মহানগর কমিটি ও জেলা কমিটির সভাপতি বরাবর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (অফলাইন/অনলাইন) আবেদনপত্র দাখিল করবে;

(গ) জেলা কমিটি এবং মহানগর কমিটি অনুদান প্রদানের জন্য যোগ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের দায়িত্ব পালন করবে;

(ঘ) সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের পর জেলা কমিটি ও মহানগর কমিটির সভাপতি মতামতসহ সুপারিশকৃত তালিকা সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করবে;

(ঙ) জেলা কমিটি ও মহানগর কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠানের আবেদনপত্রের বিষয়ে জাতীয় কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করা হবে। জাতীয় কমিটি প্রয়োজনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত উপকমিটি বা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহায়তা নিতে পারবে;

(চ) জাতীয় কমিটির অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদানের মঞ্জুরীপত্র জারী করবে;

(ঙ) অনুদান প্রদান কার্যক্রম নির্ধারিত সময় কাঠামো অনুসরণপূর্বক পরিচালিত হবে।

১০। অনুদানপ্রাপ্ত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্যাদি সংরক্ষণ প্রদ্ধতিঃ

(ক) মন্ত্রণালয় অনুদানপ্রাপ্ত সকল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠানের তালিকা জেলা ও মহানগর ভিত্তিক সর্বোচ্চ ৩(তিন) বছর সংরক্ষণ করবে;

(খ) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ঢাকা মহানগর এলাকার এবং সংশ্লিষ্ট জেলা শিল্পকলা একাডেমি জেলার সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠানের তালিকা সর্বোচ্চ ৩(তিন) বছর সংরক্ষণ করবে।

১১। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠানের অনুদান প্রদানের পদ্ধতিঃ

(ক) অনুদান পেতে আগ্রহী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবছর নির্ধারিত আবেদন ফরমের মাধ্যমে (ফটোকপি গ্রহণযোগ্য) আবেদন করতে হবে। তথ্য সম্বলিত অনুদান ফরম সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরযুক্ত হতে হবে;

(খ) জেলার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা/জেলা কালচারাল অফিসার এবং ঢাকা মহানগরের এলাকার জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/জেলা শিক্ষা অফিসার/বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিচালক/উপ-পরিচালক এবং মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি/জেলা শিক্ষা অফিসার/জেলা কালচারাল অফিসার কর্তৃক প্রত্যায়নকৃত হতে হবে;

(গ) অনুদান পেতে আগ্রহী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত ফরমে জেলার ক্ষেত্রে জেলা কমিটির সভাপতি বরাবর ও ঢাকা মহানগরের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বরাবর (অফলাইন/অনলাইন) আবেদনপত্র দাখিল করবে;

(ঘ) জেলা কমিটি ও ঢাকা মহানগর কমিটি আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর তা যাচাই-বাছাই করে সুপারিশকৃত তালিকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করবে। তবে, গত অর্থবছরে অনুদানপ্রাপ্ত (পৃথক তালিকায়) ও নতুন (সর্বোচ্চ ২০টি) সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠানের আবেদনপত্র প্রেরণ করবে;

(ঙ) জেলা কমিটি ও ঢাকা মহানগর কমিটির সুপারিশকৃত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর জাতীয় কমিটি সুপারিশ চূড়ান্ত করবে। জাতীয় কমিটি সুপারিশ প্রণয়নে প্রয়োজনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত উপকমিটি বা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহায়তা নিতে পারবে। জাতীয় কমিটির অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনুদান প্রদানের মঞ্জুরীপত্র জারী করবে;

(চ) এ অনুদান প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে;

(ছ) এ অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতি বছর সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠানকে নতুনভাবে আবেদন করতে হবে;

(জ) প্রতি বছরের পৃথক চাহিদা, প্রয়োজন ও মূল্যায়নেরভিত্তিতে এ অনুদান প্রদান করা হবে;

(ঝ) প্রয়োজনবোধে মন্ত্রণালয় আবেদনকারী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠানকে সম্পর্কে যাচাই-বাছাই করতে পারবে।

(ঞ) এ অনুদান প্রতি বছর জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত সময়ের জন্য দেয়া হবে।

১২। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠানের সাধারণ নিয়মাবলীঃ

১২.১। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব:

(ক) অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধনপত্র আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে;

(খ) অনুদান মঞ্জুরের পর আবেদনকারী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের মৃত্যু হলে প্রমাণ সাপেক্ষে বিশেষ বিবেচনায় পরিবারের সদস্যের (বাবা/মা/স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা) আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুদান প্রদান করা যেতে পারে;

(গ) অনুদান সর্বনিম্ন মাসিক ১০০০/- (এক হাজার) টাকা হারে বার্ষিক অনুদান ১২০০০/- (বারো হাজার) টাকা এবং সর্বোচ্চ মাসিক ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা হারে বার্ষিক অনুদান ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা পর্যন্ত হবে;

(ঘ) এ খাতে প্রাপ্ত বার্ষিক বরাদ্দের শতকরা ২০(বিশ) ভাগ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সিনিয়র সচিব/সচিবের বিশেষ বিবেচনায় সরাসরি মঞ্জুরী প্রদানের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। জনস্বার্থে ঐ সংরক্ষিত অর্থ থেকে বরাদ্দ প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশ আবশ্যক হবে না;

(ঙ) আবেদনপত্রে বিবৃত কোনো তথ্য অসত্য/অসম্পূর্ণ প্রমাণিত হলে আবেদনকারী অনুদান প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন না।

১২.২। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান:

(ক) সংগীত, নৃত্য, নাটক, চারুকলা ইত্যাদি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, পাঠ্যক্রম, অধ্যক্ষসহ শিক্ষকমন্ডলী, শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং পরিচালনা পদ্ধতি গুরুত্বের সংগে বিবেচিত হবে;

(খ) নাট্যগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নিয়মিত নাটক মঞ্চায়ন ও মঞ্চায়িত নাটকের সফলতা, কর্মশালার আয়োজন ইত্যাদি বিবেচনায় আনা হবে;

(গ) সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গবেষণা বা প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী ও নৃ-গোষ্ঠী/জাতিবৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে;

(ঘ) সাধারণ ক্ষেত্রে অনুদান প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী ও নৃ-গোষ্ঠী/জাতিবৈচিত্র্যের সারা বছরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রদান করা হবে;

(ঙ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং উহার মনোনীত যে কোনো সংস্থা/জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী ও নৃ-গোষ্ঠী/জাতিবৈচিত্র্যের কার্যক্রম যে কোন সময় পরিদর্শন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে;

(চ) অনুদানপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠানকে তাদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব অবশ্যই যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;

(ছ) অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ অডিট করাতে হবে এবং আবেদনকালে ব্যাংক বিবরণী (Bank Statement) সংযুক্ত করতে হবে;

(জ) এ খাতে প্রাপ্ত বার্ষিক বরাদ্দের শতকরা ২০(বিশ) ভাগ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সিনিয়র সচিব/সচিবের বিশেষ বিবেচনায় সরাসরি মঞ্জুরী প্রদানের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। জনস্বার্থে ঐ সংরক্ষিত অর্থ থেকে বরাদ্দ প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশ আবশ্যক হবে না।

১৩। ক্ষমতা ও সংরক্ষণঃ

(ক) এ নীতিমালায় বর্ণিত হয়নি এমন কোনো বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;

(খ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনবোধে এ নীতিমালা পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১৪। রহিতকরণঃ

এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার পর পূর্বে জারিকৃত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এতদ্‌সংক্রান্ত নীতিমালা ও প্রজ্ঞাপন বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে পূর্বের নীতিমালা ও প্রজ্ঞাপনের আওতায় সম্পন্ন হওয়া সকল কার্যক্রম বৈধ হিসেবে গণ্য হবে।

২৬/৮/২০২৫

মো: মফিদুর রহমান
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়